OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 43
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 329 - 335
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 329 - 335
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের লোকায়ত সংস্কৃতিকেন্দ্রিক উপন্যাস ‘মনের মানুষ’ : প্রেক্ষিত ‘বাউল’ ও লালন ফকিরের বাউলিয়া জীবনের টানাপোড়েন

রূপালী বর্মন
গবেষক, বাংলা বিভাগ
আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর
Email ID: rupalibarman122@gmail.com

Received Date *30. 03. 2026*
Selection Date *07. 04. 2026*

Keyword
Folk Culture, Folk music, Folk Artists, Baul, Baulia life, current situation, Daindasha, spiritual sense.

Abstract
In the Bengali life of present-day India, the practice of folk music and folk philosophy is continuously declining. People do not give themselves any opportunity or time for introspection these days. However, the ancient spiritual sense of Bengali life is Baul philosophy. The self-identity of Bengalis is written in the folds of the life and songs of the Bauls. The spiritual sense that awakens through Baul songs takes the form of an echo of the waves of the ages in the heart and we can be free from the persecution of modern life. Contemporary emptiness can no longer hide itself. The futility of the life lived by modern educated people becomes apparent.

Currently, due to various environmental reasons, changes in social status, evolution of people's tastes and unnatural dominance of electronic media, the decline of a rich rural medium like Baul song, a branch of folk tradition, has become evident. Therefore, in the context of the recent situation in the novel ‘Moner Manush’, this article will try to make people aware of the history of Baul song and the tension of Lalon alias Lalu becoming Lalon Sai. In this, the aim of countless folk artists to sustain Baul folk songs through much sacrifice, love and hard work will be realized.

Discussion

সাহিত্যের সঙ্গে সংস্কৃতি ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। বাংলা সাহিত্যে ‘সংস্কৃতি’র কথা বললে দেখতে পাই প্রাচীনযুগ থেকে শুরু করে আধুনিকযুগ পর্যন্ত লোকায়ত সংস্কৃতির ফাঁকফোকরে কবি-সাহিত্যিকরা উঁকি দিয়েছেন। স্বাভাবিকভাবে এই জীবনযাত্রায় সাহিত্য উঠে আসবেই। ‘বাংলার সংস্কৃতি’ বা ‘বাঙালির সংস্কৃতি’ যাই বলি না কেন এর বৃহত্তর প্রেক্ষিত জুড়ে রয়েছে বাংলার লোকসংস্কৃতি এবং এর বৈচিত্র্যও লোকসংস্কৃতি। এই লোকসংস্কৃতিকে ছাড়া বাংলা সাহিত্য কেন বিশ্বের কোন সাহিত্যই সৃষ্টি হয় না। এটি হল ‘সংস্কৃতির আতুরঘর’। ‘সাহিত্য’ সংস্কৃতির অংশ তাই লোকায়ত সংস্কৃতির সঙ্গে সু-সম্পর্কিত। চর্যাপদ থেকে ধরে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব পদাবলী, শাক্ত পদাবলী, রোমান্টিক আখ্যান-সর্বত্রই লোকায়ত জীবনের ছাঁপ কোনও না কোনও ভাবে পড়েছে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় রচিত “মনের মানুষ” বাংলা সাহিত্যের

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 43
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 329 - 335
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

এক গুরুত্বপূর্ণ জীবনীমূলক উপন্যাস, যেখানে লালন ফকির-এর জীবন দর্শন ও তৎকালীন বাংলার লোকায়ত সমাজ ও সংস্কৃতির গভীর প্রতিফলন ঘটেছে। এই উপন্যাসে গ্রামীণ জীবন, বাউল দর্শন, লোকবিশ্বাস ও সামাজিক দ্বন্দ্ব একসূত্রে গাঁথা হয়ে এক অনন্য সাহিত্যরূপ লাভ করেছে।

গ্রাম-বাংলায় বসবাসকারী কিংবা গ্রামীণ পরিবেশের সংস্পর্শে এসেছেন, তাদের সঙ্গে একাত্ম হয়েছেন, এমন লোকে জানেন গ্রামের জীবন-প্রবাহে বাউল বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী ও ফকিরদের একটা ক্ষীণ ধারা মিশে আছে। সকালে প্রায়ই সময় গ্রামের বাড়ি বাড়ি এদের আগমন ঘটে; এদের বেশভূষা দেখলেই চেনা যায়। এরা গৈরিক আঙরাখা পরেন, মালা তিলক ধারণ করেন, বড়ো বড়ো চুল-দাড়ি রাখেন, নিজেদের ইচ্ছায় অনেক সময় চুল উঁচু করে বাঁধেন। গানের সঙ্গে বাজানো হয় একতারা, কখনও বা কোমরে ডুগি বাঁধা, কখনও কাঁধে ঝুলানো ‘গুবগুবি’ বা কখনও কখনও বগলে সারিন্দা বা বেহালা, এরপর ভক্তিমূলক গান, দেহতত্ত্বের গান বা রাধা-কৃষ্ণ বা গৌর-লীলার গান। বাউল যেমন গান গেয়ে থাকেন তেমনি নাচেনও - ‘খাঁচার ভিতর অচিন পাখি’ মনের গভীরে এই তাঁর আত্ম অন্বেষণ। কখনও বা বিনা গানে কেবল ভিক্ষার জন্য আবির্ভাব; গৃহস্থের সঙ্গে দুই-একটা ব্যক্তিগত ঘরকন্নার কথা, ভিক্ষাগ্রহণ ও অন্তর্ধান। গ্রাম্যজীবনে এটি একটি নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। সুতরাং এই অতি ক্ষুদ্র ভিক্ষাজীবী সম্প্রদায় যেন গ্রাম্য সংস্কৃতির সুবৃহৎ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গরূপে আবদ্ধ। আধুনিক সমাজে এর চর্চা কমে এলেও একে নগণ্য ও অপ্রয়োজনীয় বলে বাদ দেওয়া যায় না।

“সংস্কৃত ‘বাতুল’ শব্দের প্রাকৃত রূপ বাউল,”[১] – যারা বা যাদের আচার-আচরণ সাধারণের থেকে পৃথকভাবে ভাবের ঘোরে সরল জীবনযাপন করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে লোকে তাদের পাগল বা বাতুল বলে। মূল—

> “বাতুল অর্থাৎ উন্মাদ বা ভাবোন্মাদ অর্থ থেকে পরবর্তীতে একটি বিশিষ্ট ভাবের নিরন্তর আবেগে ধর্মোন্মাদ, বেশভূষা ও আচার-আচরণে প্রচলিত সামাজিক রীতিনীতি থেকে বন্ধনমুক্ত, লোকাচার পরিত্যাক্ত, নিজকর্ম-সমাহিত, উদাসীন ধর্ম সম্প্রদায়ের সাধকগণ বাউল নামে পরিচিত হয়েছে।”[২]

বাউল আসলে ভাবের পাগল, রসের সাধক। বাউলরা নিরন্তর ভাবের ঘরে রসাস্বাদের নেশায় মত্ত থাকেন বলে তারা স্বতন্ত্র থাকতে ভালোবাসেন, নানা কারণে সমাজের লোকের সঙ্গে মেলামেশা করতে চান না। তাদের সাধনা ও আচার-ব্যবহার সাধারণ লোকের নিকট অস্বাভাবিক বলে মনে হয়, তাই তারা সর্বদাই আত্মগোপন করে থাকে। সাধারণের জীবন-যাত্রার বাইরে অবস্থান করে বলে লোকে এই ধর্ম-সম্প্রদায়ের লোককে বাউল (পাগল বা ক্ষ্যাপা) বলে। তাদের বহু গানে এই ভাব-জীবনে প্রবেশের কথা আছে। এই ভাবের ঘোরে সংসার ও সমাজকে উপেক্ষা করে তারা এককভাবে নিজের মনের সঙ্গেই লীলা করে।

বাউল দর্শনের উৎপত্তি বাংলার গ্রামীণ সমাজে; বিভিন্ন অঞ্চলে বাউলদের আড্ডা স্থান। এক একটি অঞ্চলে এক একজন বাউল বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছে। বাংলার বাউল সাধকদের আধ্যাত্মিক ও মানবতাবাদী দর্শন ধর্ম, সমাজ ও আত্ম-অন্বেষণের একটি স্বতন্ত্র ধারা; একধরণের জীবনদর্শন ও সাধনা পদ্ধতি। এখনও পর্যন্ত শ্রেষ্ঠ বাউল সাধক ও গীতি রচয়িতা অবিস্মরণীয় প্রতিভা হিসেবে বিবেচিত হন ফকির লালন শাহ; অষ্টাদশ শতকের সপ্তম দশকে লৌকিক ভাব-সাধনার কেন্দ্রীয় ভূমি নদীয়া জেলার কুষ্টিয়ায় তার জন্ম। কুষ্টিয়ার সন্নিহিত বৃহত্তর যশোর অঞ্চলও লোকসংস্কৃতি ও মরমী-সাধনার একটি উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্র হিসেবে পরিচিত। এই অঞ্চলে জন্মেছেন পাগলা কানাই (১৮০৯-১৮৮৯), দুদ্দু শাহ (১৮৪১-১৯১১), পাঞ্জ শাহের (১৮৫১-১৯১৪) মতো প্রখ্যাত সাধক-কবি।

> “বাউল ঐতিহ্যের প্রেক্ষাপট স্মরণে রেখেই আশুতোষ ভট্টাচার্য (১৯০৯-১৯৮৪) কুষ্টিয়াকে ‘বাংলার বাউলের লীলাভূমি’ বলে আখ্যায়িত করেছেন।”[৩]

এছাড়া বাউলদের আড্ডার মধ্যে বিখ্যাত স্থান নবদ্বীপ ও কেঁদুলি। রাঢ় দেশের মধ্যে বর্ধমান জেলার পশ্চিমাংশ থেকে বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর পর্যন্ত বাউল গানের বর্তমান আস্তানা। মধ্যবঙ্গের নদীয়া, শিলাইদহ, উত্তরবঙ্গের কিছু অংশ, ঢাকার

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 43
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 329 - 335
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

নরসিংদি এবং শ্রীহট্ট জেলাতেও প্রচুর বাউল দেখা যায়। এরা প্রেমের পথে রস আস্বাদন করেন বলে এবং এদের সাধনায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রভূত ভাব আছে বলে কোথাও কোথাও বিশেষ করে নবদ্বীপে এদের 'রসিক বৈষ্ণব'ও বলা হয়।

ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী, শশিভূষণ দাশগুপ্ত, উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য প্রমূখ বহুকাল ধরে বহু শ্রমদান করে বাংলার বাউল ও তাঁর সম্প্রদায় এবং তাঁদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে নানা আলোচনা করেছেন। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের মতে, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বিশেষ করে—

> "মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' - এ, কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' - এ, চন্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত বৈষ্ণব সহজিয়া তত্ত্ব ও সাধন প্রণালী সমন্বিত 'রাগাত্মিকা' পদের মধ্যে 'বাউল' শব্দটি ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।"[৪]

সপ্তদশ শতকের আদিপর্ব পর্যন্ত 'বাউল' শব্দটি কোনও একটি নির্দিষ্ট ধর্ম-সম্প্রদায়ের লোককে বোঝাতে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হয়নি। এর পরবর্তী সময়ে বাংলা ভাষায় এর উৎপত্তি, বিস্তৃতি ও পরিণতি ঘটেছে।

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, -

> "একটি বিশেষ ধর্মের লোকদিগকে বাউল বলে। এই শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্পর্কে নানা জনে নানা মত প্রকাশ করে থাকেন। কেউ বলেন বাউল শব্দটি বায়ু শব্দের সঙ্গে অর্থদ্যোতক 'ল' প্রত্যয় যোগ করে নিষ্পন্ন হয়েছে; এবং এই বায়ু শব্দের অর্থে যোগশাস্ত্রের স্নায়বিক শক্তির সঞ্চার বোঝায়। যে সম্প্রদায় দেহের স্নায়বিক শক্তির সঞ্চার সাধন করার সাধনা করেন, তাঁরা বাউল। কেউ বলেন, বায়ু মানে শ্বাস-প্রশ্বাস এবং শ্বাস-প্রশ্বাস অর্থ জীবনধারণ এবং তা সংরোধ করে যাঁরা দীর্ঘজীবন লাভ করার সাধনা করেন, তাঁরা বাউল। আবার কেউ বলেন, সংস্কৃত 'বাতুল' শব্দের প্রাকৃত রূপ বাউল। যাঁরা বাতাধিক তাঁরা পাগল, যাঁদের আচরণ সাধারণের তুল্য নয়, লোকে তাঁদেরকে পাগল বা বাতুল বলে, এরূপ সাধারণ সমাজ-বহির্ভূত আচার-ব্যবহারসম্পন্ন ধর্ম-সম্প্রদায় বাউল।"[৫]

বাউলদের মধ্যে ধর্মীয় বিভাজন নেই, তারা হিন্দু-মুসলমান ভেদ অস্বীকার করে। সামাজিক কু-সংস্কার ও শ্রেণি বিভাজনের বিরুদ্ধে অবস্থান করে; মানুষকেই সত্য হিসেবে বিবেচনা করে। এদের মধ্যে বৈষ্ণব ভাবধারা, বৌদ্ধ সহজিয়া, সুফি, মুসলমান সকলের এক বিচিত্র মিশ্রণ ঘটেছে। বাউল ধর্ম আসলে একটি মিশ্র ধর্ম। তবুও এই ধর্ম সাধনার এমন একটি বিশেষত্ব রয়েছে - এদের সাধনা চিরাচরিত আচার অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে নয়; যার ফলে খাঁটি বৈষ্ণব ধর্ম, তান্ত্রিক বৌদ্ধ-সহজিয়া ধর্ম কিংবা সুফিধর্ম থেকে অনেকটাই পৃথক। সুফিদের ধর্ম মূলত জ্ঞানমূলক এবং বাউলদের ধর্ম যোগক্রিয়ামূলক। তাই হিন্দুতন্ত্রসাধক, বৌদ্ধতন্ত্রসাধক, হঠযোগী নাথপন্থীদিগকে কেউ বাউল বলে না। কেননা শ্বাস-প্রশ্বাস-সংক্রান্ত যোগ-সাধনা যাদের ধর্ম তাদের সকলকেই যদি বাউল বলা হত, তবে যোগ-মার্গাবলম্বী সকল সাধকই 'বাউল' নামে অভিহিত হত।

বাউলেরা মানব দেহভান্ডকে একটি ক্ষুদ্র বিশ্বপ্রকৃতি বা ব্রহ্মাণ্ড হিসেবে কল্পনা করেছেন এবং যোগসাধনার মধ্য দিয়ে এই স্থুল দেহের মধ্যেই পরমসত্য ও সত্তাকে খুঁজে চলেছেন। এই পরম সত্যই তার ইষ্ট; বাউল বলেন এই দেহের মধ্যেই অচিন পাখি, মনের মানুষ, রসের মানুষ বা ভাবের মানুষ। বাউল তত্ত্বের কেন্দ্রে রয়েছে 'মানুষ ভজলে সোনার মানুষ হবি' ধারণা। এখানে ঈশ্বরকে বাইরে নয়, নিজের দেহ ও অন্তরে খোঁজার কথা বলা হয়। বাউলরা ভবের প্রেমলীলা রসময় এই সহজ মানুষ বা অধরাকেই বারে বারে দেহের খাঁচায় আবদ্ধ করার জন্য ছুটে বেড়িয়েছেন। হিন্দুতন্ত্রে সুপ্ত অবস্থায় থাকা কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করতে ষটচক্র ও ইড়া-পিঙ্গলা-সুষুম্না নামক নাড়ীর মধ্য দিয়ে প্রাণ ও অপান বায়ুর ক্রিয়ার দ্বারা উর্ধ্বগতি দান অর্থাৎ 'উজান বাওয়া' বাউলের সাধনা। তাদের মতে, এই সাধনা শ্বাস-প্রশ্বাস-সংক্রান্ত যোগ-সাধনা। এই বাউলমত ও বাউলিয়া সাধনার কালের প্রাচীনত্ব বোঝাতে তারা বলেন, -

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 43
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 329 - 335
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> "আমাদের ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হল সহজ নিত্য মানব-সত্যের উপরে। কাজেই যত কাল মানব, তত কাল এই সহজ বাউলিয়া মত। বেদ-পথ তো সে দিনের। তাই তো কৃত্রিম। ঋষিরা সেদিন তা রচনা করেছেন। বাউলিয়া সহজ মতই অনাদি কালের।"[৬]

উনিশ শতকের শেষের দিকে বাংলাদেশে সৌখিন বাউলের আবির্ভাব হয়। যা বাউল গানের ইতিহাসের এক বিবর্তন। এই ধরনের বাউলদের মধ্যে কুমারখালি নিবাসী হরিনাথ মজুমদার (তাঁর ভণিতা কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদ) এবং পাবনা জেলার গোলোকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের (তাঁর ভণিতা দীন বাউল) নাম উল্লেখযোগ্য। এরা আনুষ্ঠানিক বাউল নন, এদের গানে বাউল ধর্মের সকল তত্ত্বও আলোচিত হয়নি। এই ধরনের গানগুলিকে অনেকেই বাউল গান বলে স্বীকার করতে চান না। তবে রবীন্দ্রনাথের গানে ও কবিতায় বাউলের মধুরতা ও সুর প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

আধুনিক সাহিত্যের মধ্যে যেমন রবীন্দ্রসাহিত্যে বাউলের মত কিছু চরিত্র রয়েছে; 'ফাল্গুনী', 'পরিত্রাণ', 'প্রায়শ্চিত্ত', 'অচলায়তন', 'শারদোৎসব', 'রাজা', 'ঋণশোধ', 'মুক্তধারা'য় নানা রূপে নানা সাঁজে বাউল চরিত্র এসেছে। তাঁরা কখনও বাউল বৈরাগি, কখনও দাদাঠাকুর আবার কখনও আদতেই বাউল। রবীন্দ্রনাথের 'অচলায়তন' নাটকে যদি দেখি 'দাদাঠাকুর' চরিত্র- এ তো বাউল ঘরানার - 'একলা কিন্তু হাজার মানুষ, হাসির দলে, চোখের জলে সকল ক্ষণে!' এইরকম হাজার মানুষের ভিড়ে রবীন্দ্রনাথ নিজেও একলা তাই ঠাকুরদা, বাউল কিংবা দাদাঠাকুরের ভূমিকায় নিজেকে অতি সহজেই মানিয়ে নিতেন। রবীন্দ্রনাথ নিজেও বাউলদের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন বলেই কোনও ধর্মের কোনও আড়ম্বর তাঁকে স্পর্শ করেনি। জীবনের জটিল পথে নয়, অন্তরের সহজ আনন্দের সন্ধানে তাইতো 'একতারা' হাতে নেচে ওঠেন তিনি। আসলে মন্ত্রহীনের নান্দনিক উপাসনার ঘরানা নির্ভর বাউল সাধনা তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। তাইতো তাঁর শব্দের তুলি দিয়ে তৈরি - 'আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ, চুনি উঠল রাঙা হয়ে।/ আমি চোখ মেললুম আকাশে, জ্বলে উঠল আলো পুবে পশ্চিমে।/ গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম 'সুন্দর', সুন্দর হল সে।'– 'শ্যামলী' কাব্যগ্রন্থের 'আমি' নামক কবিতায় এর প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছে।

রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা ও বাউলদের মনের মানুষ, প্রাণের মানুষ আসলে এক। ১৮৯০ সালে যখন রবীন্দ্রনাথের বাউলদের সঙ্গে পরিচয় হয় তখন গগন হরকরার 'আমি কোথায় পাবো তারে, আমার মনের মানুষ যে রে' - এ বাউল গানটি শুনে তাঁর উপলব্ধি হয়েছে 'মনের মানুষ'ই হল বাউলদের বীজমন্ত্র। বাউল-মার্গ প্রসঙ্গে প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয় মনে করেছেন, -

> "বাংলার বাউলরা নাথধর্মী বা অবধুত-মার্গী বা সহজিয়াদের চেয়ে অনেক বেশি বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের ধ্যান-কল্পনা ও সাধনপন্থা বাঁচিয়ে রেখেছেন। বাংলাদেশে নাথধর্ম বিলুপ্ত, অবধুতবাদও তাই; আর, বৈষ্ণবধর্ম ও চিন্তার প্রভাবে পড়ে সহজিয়াদের ধ্যান-কল্পনা অনেক বদলে গেছে; কিন্তু বাউলরা কারও প্রভাবে পড়েননি; শাক্ত প্রকৃতি-পুরুষ কল্পনা বা বৈষ্ণব কৃষ্ণ-রাধা কল্পনা তাঁদের নিকট কোনও অর্থই বহন করে না। অথচ ব্রজযানী সহযানীদের নাড়ী, শক্তি প্রভৃতি বাউল ধর্মে অপরিহার্য। সহযানীদের মতো সহজসুখ বা মহাসুখ বাউলদেরও উদ্দেশ্য।"[৭]

রবীন্দ্রনাথের প্রায় সকল রচনাতেই; কবিতা, গল্প, উপন্যাস, রূপকথা, উপকথা, প্রবাদ, ধাঁধা, ছড়ায় অজস্র লোকায়ত অনুষঙ্গ ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের অনেক উপন্যাসেও অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ রয়েছে; এই অলৌকিক ঘটনা তো লোকায়ত সংস্কৃতিরই প্রসঙ্গ। এছাড়াও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস, কবিতায় রয়েছে রূপকথার নানা প্রসঙ্গ। এমনকি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'ফুল ফুটুক না ফুটুক আজ বসন্ত' কবিতায় দেখতে পাই "চোখের মাথা খেয়ে উড়ে এসে বসল; আ-মরণ! পড়ার মুখ লক্ষ্মীছাড়া প্রজাপতি তারপর দড়াম করে দরজা বন্ধ হবার শব্দ"- এই যে প্রজাপতি গায়ে উড়ে এসে বসলে শুভ বার্তার ইঙ্গিত পাবে। এটিও লোকায়ত সংস্কৃতি তথা লোকবিশ্বাসেরই অন্তর্গত। বৈচিত্র্যময় লোকসংস্কৃতির নানা প্রসঙ্গ বিভিন্নভাবে সাহিত্যিকদের মনিকোঠরে স্থান করে নিয়েছিল তা-ই সাহিত্যের মধ্যে কোনও না কোনও রূপে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 43
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 329 - 335
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

প্রতিফলিত হয়েছে। আলোচ্য সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'মনের মানুষ' উপন্যাসেও বিশেষভাবে বাংলার লোকসংস্কৃতি তথা লোকায়ত সমাজ ও সংস্কৃতির প্রভাব রয়েছে।

প্রথমত, উপন্যাসের কেন্দ্রে রয়েছে বাউল দর্শন, যা বাংলার লোকসংস্কৃতির অন্যতম প্রধান উপাদান। বাউলরা বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানের পরিবর্তে অন্তরের মানুষ বা 'মনের মানুষ'-এর সন্ধান করে। এই ধারণা গ্রামীণ আধ্যাত্মিক চেতনার এক বিশুদ্ধ রূপ। দ্বিতীয়ত, উপন্যাস জুড়ে লোকসঙ্গীতের প্রভাব বিস্তৃত। লালনের গান শুধু বিনোদনের মাধ্যম নয়, বরং তা দেহতত্ত্ব, আত্মসন্ধান ও মানবতাবাদী দর্শনের বাহক। সহজ ভাষা ও রূপকের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের জীবনবোধ প্রকাশ পেয়েছে। তৃতীয়ত, জাতপাত ও ধর্মীয় বিভাজন বাংলার লোকায়ত সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য, যা উপন্যাসে স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। লালন এই ভেদাভেদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে মানবধর্মের কথা বলেন, যা লোকসংস্কৃতির মধ্যেই নিহিত প্রতিবাদী চেতনার পরিচায়ক। চতুর্থত, গ্রামীণ জীবনযাত্রা ও আখড়া সংস্কৃতি উপন্যাসে বাস্তবতার সঙ্গে চিত্রিত হয়েছে। বাউলদের আখড়া শুধুমাত্র সাধনার স্থান নয়, বরং তা এক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, যেখানে গান, সাধনা ও মানবসম্পর্ক একত্রে বিকশিত হয়। পঞ্চমত, নারী-পুরুষ সম্পর্কের ক্ষেত্রে লোকধারণার দ্বৈততা লক্ষ করা যায়। বাউল দর্শনে নারীকে সঙ্গী হিসেবে দেখা হলেও সমাজে নারীর অবস্থান সীমাবদ্ধ-এই বৈপরীত্য লোকসংস্কৃতির অন্তর্গত জটিলতাকে নির্দেশ করে।

আলোচ্য উপন্যাসটিকে আত্মনিমগ্ন সংসার নির্লিপ্ত লালন ফকির নামে অতি পরিচিত একজন জনপ্রিয় বাঙালি মরমি সাধকের রহস্যাবৃত কাল্পনিক জীবনকাহিনি বলা যেতে পারে। তাঁর জন্মস্থান ও ধর্মগত জাতি-পরিচয় নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। লালন নিজেও তাঁর আত্মপরিচয় সম্পর্কে নীরব ও নিস্পৃহ ছিলেন। বিখ্যাত বাঙালি লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় অনেক কিংবদন্তির উপর ভিত্তি করে এই আকর্ষণীয় জীবনী চরিত্রকে অঙ্কন করেছেন। নানা গ্রন্থ থেকে লালনজীবনীর কিছু নির্ভরযোগ্য উপকরণ পাওয়া গেলেও তাঁর জীবনের ধারাবাহিক ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে কোনো সম্পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যায় না বলে লালন-অনুসন্ধানীদের অনেকক্ষেত্রেই জনশ্রুতি বা অনুমানের ওপর নির্ভর করতে হয়। কিছু কিছু লোকশ্রুতি অনুযায়ী, লালন শাহ ১৭৭৪ সালে বর্তমান কুষ্টিয়া (তৎকালীন নদীয়া) জেলার কুমারখালী থানার চাপড়া ইউনিয়নের অন্তর্গত গড়াই নদীর তীরবর্তী ভাঁড়ারা গ্রামে (চাপড়া গ্রামসংলগ্ন) কায়স্থ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। সেকালে—

> "চাপড়া-ভাঁড়ারা গ্রাম ছিল লোকসংস্কৃতির একটি বিশিষ্ট ক্ষেত্র। বাউল সঙ্গীত-কবিগান-হরিকীর্তনসহ নানা লোকসঙ্গীতের বিশেষ চর্চা ছিল এইসব গ্রামে। এই সাঙ্গীতিক ঐতিহ্যের পরিবেশেই লালনের জন্ম।"[৮]

উপন্যাস অনুযায়ী জানা যায় হিন্দু কায়স্থ পরিবারের একমাত্র সন্তান লালন। তাঁর নাম ছিল লালমোহন কর। তবে দাসপাড়ার সবাই 'লালু' বলেই ডাকে। পিতা-মাতার নাম ঈশ্বর রাধামাধব কর ও পদ্মাবতী। শৈশবেই পিতৃহীন, সুতরাং অল্প বয়সেই তাঁর উপর সংসারের দায়িত্ব এসে পড়ে। ইতোমধ্যে তাঁর বিবাহও হয়, বউয়ের নাম গোলাপি। বাল্যকাল থেকেই লালন ধর্মপরায়ণ ও গীতবাদ্যপ্রিয় ছিলেন। কীর্তন কবিগানের আসরে লালনের বিশেষ খ্যাতিও ছিল। আর্থিক অনটনের কারণে তিনি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষালাভ করতে পারেননি। বিধবা মা ও স্ত্রীকে নিয়ে সাধারণভাবে দিনাতিপাত করতেন। একসময় জমিদার কৃষ্ণপ্রসন্ন ও তাঁর পরিবারের সঙ্গে বহরমপুরে গঙ্গাদর্শন করতে গিয়ে ভয়ঙ্কর বসন্ত রোগে আক্রান্ত হন। রোগ ক্রমশ বৃদ্ধি পেলে তিনি অচৈতন্য হয়ে পড়লে সঙ্গীরা মৃত মনে করে চ্যালা কাঠে আগুন ধরিয়ে কলার ভেলাতে নদীর জলে ভাসিয়ে দেয় এবং গ্রামে ফিরে এসে মৃত্যু সংবাদ জানিয়ে দেয়। সকলেই তখন বিধির নির্বন্ধ হিসেবে লালনের দুর্ভাগ্যজনক অকালমৃত্যু স্বীকার করে নেয়।

লালনের সংজ্ঞাহীন দেহ নদীতে ভাসতে ভাসতে একসময় কূলে এসে ভেড়ে। রাবেয়া নামে এক মুসলমান রমণী জল নিতে এসে মুমূর্ষু লালনকে দেখতে পেয়ে তাঁকে উদ্ধার করে নিজগৃহে নিয়ে যান। জীবন্মৃত অবস্থায় সেই রমণীর আন্তরিক সেবা-শুশ্রূষায় লালন সুস্থ হয়ে ওঠে। তার জীবনের এই ঘটনাগুলির কারণে তাকে হিন্দু এবং মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের দ্বারা বহিষ্কৃত বলে মনে করা হয়। এই জীবন অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে লালন তখন বিভিন্ন ধর্মের শিক্ষা

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 43
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 329 - 335
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

একত্রিত করে একটি সর্বজনীন পথ প্রচার করে যা কোনও ঐতিহ্যগতভাবে সংজ্ঞায়িত বিশ্বাসের সঙ্গে সমর্থন করে না। পরবর্তীতে তাঁর এই ধর্মমত বিপুল সংখ্যক অনুসারী আকৃষ্ট হয়েছে।

বেশ কিছুদিন পর তাঁর আকস্মিক ও অভাবনীয় প্রত্যাবর্তনে তাঁর মা ও স্ত্রী উভয়েই আনন্দ-বেদনা-বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েন। কিন্তু গ্রামের ধর্মগুরু, সমাজপতি ও আত্মীয়স্বজন মুসলমানের গৃহে অন্নজল গ্রহণের অপরাধে তাঁর জাত চলে গেছে এবং পারলৌকিক ক্রিয়া-অনুষ্ঠান সম্পন্নের পরও তাঁকে সমাজে গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায়। এভাবে সমাজ ও স্বজন কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়ে ব্যথিত ও অভিমানক্ষুব্ধ চিত্তে সমাজ-সংসার, শাস্ত্র-আচার ও জাত-ধর্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে লালন চিরতরে ঘরছাড়া হয়ে যান। মনে বৈরাগ্য-ভাবের ফলে ধীরে ধীরে লালন কীভাবে বাউল হয়ে উঠেছে; হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ হয়েও তাঁর পদবী নিয়ে নানা সমস্যা, কেউ কেউ বলেন হিন্দু আবার কেউ কেউ বলেন মুসলমান অর্থাৎ এখানে একজন বাউলের জীবনের নানা অন্তর্দাহের ঘটনা উঠে এসেছে। এই বাউলিয়া লালনের জীবনের বিভিন্ন টানাপোড়েন দেখাতে গিয়ে পরবর্তীতে একটা গানও হয়েছে—

“সব লোকে কয় লালন কী জাত সংসারে
লালন ভাবে - জাতির কী রূপ
দেখলাম না এই নজরে।”[৯]

সাম্প্রদায়িক জাত-ধর্ম ও গোত্র-কুল সম্পর্কে তাঁর গানে যে তীব্র ক্ষোভ, অসন্তোষ ও নির্লিপ্ততা ফুটে উঠেছে তার পেছনে যে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের মর্মান্তিক ও দুঃখজনক অভিজ্ঞতার একটা প্রভাব ছিল তা অতি সহজেই অনুমান করা যায়।

লালন ফকির তার সাধারণ গানের মাধ্যমে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকদের একত্রিত করেছিলেন যা মানবজাতি এবং ঈশ্বরের প্রতি প্রেম প্রকাশ করেছিল তা কোনও নির্দিষ্ট ধর্মীয় বিশ্বাস বা ঐতিহ্যগত আধ্যাত্মিক বিশ্বাসকে মেনে চলে না। তার সরল শিক্ষা হিন্দু ও মুসলমানদের গোঁড়া সম্প্রদায়কে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল। তিনি হাজার হাজার সাধারণ মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন যারা তার গান এবং তার প্রেম ও আশার সর্বজনীন বার্তা দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছিল। তার সহজ রচনাগুলি সেই সময় থেকে লোককাহিনিতে অংশ নিয়েছে এবং তার জটিল বার্তা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষকে আকৃষ্ট করেছিল এবং বিবাদ ও সামন্ততান্ত্রিক নিপীড়নের সময়কালে তাদের একত্রে আবদ্ধ করেছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, এই মরমীর জীবন ইতিহাসের কোন লিখিত নথি নেই; রয়েছে প্রচুর কিংবদন্তি। লেখক লালন ফকিরকে একজন সহজ-সরল যুবক হিসেবে বর্ণনা করেছেন যার সুরেলা কণ্ঠস্বর উপহারস্বরূপ স্থানীয় জমিদারের অনুগ্রহ লাভ করে।

সমাজ, সংসার বিচ্যুত লালন জগৎ ও জীবন-জিজ্ঞাসার জবাব খুঁজে পান সিরাজ সাঁই নামক এক তত্ত্বজ্ঞ সিদ্ধ বাউলগুরুর সান্নিধ্যে এসে। সিরাজ সাঁইয়ের সান্নিধ্যেই লালন বাউল মতবাদে দীক্ষাগ্রহণ করেন। বাউল মতবাদে দীক্ষাপ্রাপ্তির পর লালন আনুষ্ঠানিক ধর্ম সম্পর্কে সম্পূর্ণ বীতশ্রদ্ধ ও নির্লিপ্ত হয়ে পড়েন। এই আত্মানুসন্ধান ও মনের মানুষকে খোঁজা এবং ঈশ্বর বা আল্লার সঙ্গে ভয় বা ভক্তির বদলে ভালোবাসার সম্পর্ক স্থাপনের ধারা আমাদের সাহিত্য ও দর্শনে অনেক আগেই শুরু হয়েছিল। লালন তাঁরই একজন সার্থক উত্তরসূরী। সেই ধারাতেই লালনের এই জীবনদর্শন তুলে ধরা হয়েছে ‘মনের মানুষ’ উপন্যাসে।

উপন্যাসে লালনের জীবনের যে সকল টানাপড়েন উঠে এসেছে; প্রথমত, লালন ফকিরের জীবনের প্রধান সংকট হল তার পরিচয় নিয়ে প্রশ্ন। তিনি হিন্দু না মুসলমান-এই প্রশ্নের কোনো নির্দিষ্ট উত্তর নেই, ফলে সমাজ তাকে সহজে গ্রহণ করতে পারেনি। এটি এক গভীর অস্তিত্বগত দ্বন্দ্ব। দ্বিতীয়ত, ব্যক্তি ও সমাজের দ্বন্দ্ব তার জীবনে সুস্পষ্ট। লালনের মানবতাবাদী ও উদার চিন্তাধারা সমাজের প্রচলিত কু-সংস্কার ও নিয়মের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়, যার ফলে তিনি মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। তৃতীয়ত, আধ্যাত্মিক সাধনা ও বাস্তব জীবনের মধ্যে দ্বন্দ্বও তার জীবনে বিদ্যমান। একদিকে তিনি আত্মসন্ধানে নিবিষ্ট, অন্যদিকে দারিদ্র্য, অবহেলা ও সামাজিক প্রতিকূলতা তাকে প্রতিনিয়ত সংগ্রামে বাধ্য করে। চতুর্থত, ধর্মীয় সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে তার অবস্থান তাকে একাকীত্বের দিকে ঠেলে দেয়। তিনি সকল ধর্মের ঊর্ধ্বে মানবতার

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 43
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 329 - 335
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

কথা বললেও সমাজ তাকে বহিরাগত হিসেবে বিবেচনা করে। পঞ্চমত, প্রেম ও মানবতার সাধক হয়েও ব্যক্তিগত জীবনে লালন এক গভীর নিঃসঙ্গতার মধ্যে অবস্থান করেন। এই নিঃসঙ্গতা তার দর্শনকে আরও গভীর ও সার্বজনীন করে তোলে।

পরিশেষে বলা যায় 'মনের মানুষ' উপন্যাসে বাংলার লোকসংস্কৃতি, বাউল দর্শন ও মানবতাবাদী চেতনার এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় লালনের জীবনচিত্রের মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন যে মানুষের প্রকৃত পরিচয় ধর্ম বা জাত নয়, বরং তার মানবিক সত্তা। লালন ফকির-এর জীবনের টানাপোড়েন এই সত্যকেই গভীরভাবে প্রতিষ্ঠিত করে।

Reference:

১. দত্ত গুরুসদয়, *শ্রীহট্টের লোকসঙ্গীত*, লয়াল আর্ট প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৬, পৃ. ৯৩
২. ভট্টাচার্য উপেন্দ্রনাথ, *বাংলার বাউল ও বাউল গান*। ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ দীপান্বিতা ১৩৬৪, পৃ. ৪৭
৩. চৌধুরী আবুল আহসান, *লালন শাহ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ১৯৯০, পৃ. ১১
৪. ভট্টাচার্য উপেন্দ্রনাথ, তদেব, পৃ. ৩-৪
৫. তদেব, পৃ. ৪৭
৬. সেন শাস্ত্রী ক্ষিতিমোহন. *বাংলার বাউল*, জয়শ্রী প্রকাশনী, কলকাতা, জয়শ্রী প্রকাশনী সংস্করণ মার্চ ২০২২, পৃ. ১৩-১৪
৭. রায় নীহাররঞ্জন, *বাঙ্গালীর ইতিহাস আদিপর্ব*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, অষ্টম সংস্করণ অগ্রহায়ণ ১৪২০, পৃ. ৫৩২-৩৩
৮. চৌধুরী আবুল আহসান, তদেব, পৃ. ১২
৯. গঙ্গোপাধ্যায় সুনীল, *মনের মানুষ*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, চতুর্থ মুদ্রণ আগস্ট ২০১২, পৃ. ১২০